দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 JAN 1997 ...
পৃঃ ৪ কলাম ১ ...

শিক্ষার পরিবেশ ও পবিত্রতা

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নানা কারণে নানা প্রকার অসন্তোষ বিরাজ করছে। শিক্ষা অঙ্গনের ভাবমূর্তি ও পবিত্রতা অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছে। হল দখল, সংসদ দখল নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মারামারি, লাঠালাঠি ইত্যাকার নানা ধরনের সংঘর্ষে ইতোমধ্যে প্রাণহানির ঘটনাও কম ঘটেনি। সম্প্রতি চট্টগ্রামের সকল সংবাদপত্র ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদস্বরূপ দেশের সকল ছাত্র সংগঠনের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন তথা সংবাদপত্রের মালিকগণ এক জরুরী সভায় তথাকথিত ছাত্র সম্প্রদায়ের হুমকি ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে আগামী এক মাসের জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডসহ সকল প্রকার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করেছে। সংগঠনগুলোর আচরণ পরিবর্তন হলে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ছাত্র সংগঠনগুলোর সংবাদ নিয়মিত পুনর্প্রকাশ করবে বলে প্রস্তাব রেখেছে।

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনার কথা ভোলার নয়। সচেতন ও সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ভূমিকা যে আজও অম্লান রয়েছে সে কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তবু বিগত কয়েক বছর ধরে একশ্রেণীর তথাকথিত ছাত্র ও সংগঠনের অশোভন আচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্ত্রবাজির কারণে শিক্ষাঙ্গন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই বিভিন্ন মহল থেকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও উত্থাপিত হওয়া শুরু হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করাও যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করারই নামান্তর, তেমনি তথাকথিত উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গন তথা সমগ্র দেশকে সন্ত্রাসের মুখে রেখে সমগ্র দেশবাসীকে জিম্মি করে রাখারও কোন যথার্থ কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে একটি সঠিক, বাস্তব ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকার দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর বলে ঘোষণা দিয়ে সেই মোতাবেক কঠিন-কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে যারা ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, ছাত্র সংগঠনের নামে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাওয়া পাল্টাধাওয়া করছে, অস্ত্রের বলে ক্ষমতা প্রদর্শন করে শিক্ষাঙ্গনকে অপবিত্র করে তুলছে, তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে কেন? এই অবস্থার অবসান হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক এই ধ্যানধারণা নিয়েই গত বৃহস্পতিবার দেশের ন'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে সন্ত্রাস ও সহিংসমুক্ত ক্যাম্পাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ রেখেছেন। ছাত্ররা যাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর ব্যবহৃত না হয়, তার জন্য রাজনৈতিক দলসহ সমাজের নেতৃবৃন্দের প্রতি প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক আহ্বানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতিকে সকল রাজনৈতিক দলের একটি বৈঠক ডাকার জন্য অনুরোধ করেছেন– যেহেতু রাষ্ট্রপতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর। এরূপ একটি বৈঠক ডেকে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিতে পারেন। এই বিশেষ পরামর্শ দেয়ার অনুরোধ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরগণ আরও কতিপয় শিক্ষা বিষয়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সুপারিশ রেখেছেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এ. কে. আজাদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এম আমিনুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক গোলাম আলী ফকির, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোহিবুদ্দীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে দীর্ঘদিন থেকে সেশনজট, পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ইত্যাদি কারণে ছাত্রসমাজ নানাভাবে বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আজ দেশের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে, সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রীতি সৃষ্টি করে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস তৈরি করতে হলে প্রকৃত সন্ত্রাসী-মস্তানদের নির্মূল করতে হবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সেজন্য কাজটা দ্রুত কার্যকর করা দরকার বলে আমরা মনে করছি।